

# জামাতের মৃত্যুদণ্ড।

সবাই জানেন যে জামাত ও তার চামচারা একাত্তরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদের ডাক দিয়েছিল জামাত সেটা কখনো অস্বীকারও করে নি। বহু প্রমাণ আছে, যেমন জামাতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর মওলানা আব্বাস আলী খানের বক্তৃতা, একাত্তরের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকেঃ- “বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। বিপক্ষে কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার” - ইত্যাদি ইত্যাদি। গোলাম আজম, একাত্তরে ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকার মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দেয়া বক্তৃতাঃ- “বিপদের মধ্যেও তোমাদের দৃঢ় শপথে অবিচল থাকতে হবে, তবেই আল্লাহ’র কাছে সত্যিকারের মুজাহিদের মর্যাদা লাভ সম্ভব হবে”। গোলাম আজম- একাত্তরের আগষ্ট মাসে লাহোরের সাপ্তাহিক জিন্দেগীতে দেয়া বক্তব্যঃ- “জামাত কর্মীরা শহীদ হতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না”। “মুজাহিদ”, “শহীদ” এসব শব্দগুলো “জিহাদ” শব্দ থেকেই আসে।

কিন্তু একাত্তরের ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহে হাওয়া বেজায় গরম দেখে তাঁরা ঠকবাজ প্রেমিকের মত (তাঁদের) ইসলামী জিহাদের প্রেমিকা আর জিহাদি চামচাদেরকে পশ্চাতে ফেলে “দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়”। অর্থাৎ লুপ্তী তুলে, আতংকিত বিস্ফারিত চোখে, সঘন নিঃশ্বাসে, সরলরেখায় উভদীন লেজে সবেগে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে পগার পার। অর্থাৎ “জামাত কর্মীরা শহীদ হতে পারে” কিন্তু শহীদ হবার সম্ভাবনাব দেখলেই ন্যাতারা পলায়নের বিশ্বকর্ড স্থাপন করতে পারেন। চামড়া বাঁচানোর গরজ বড়ই বালাই।

কিন্তু এভাবে পালালে শারিয়ার কি হবে? (তাঁদের) ইসলামী জিহাদের কি হবে? কবির গুনাই বা কি হবে? এই তো, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের প্রথম খন্ড দ্বিতীয় ভাগের ২৫৯ পৃষ্ঠায় আছেঃ- “আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) কবির গুনাই-এর সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, “যেসব অপরাধে লিগু হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই কবির গুনাই। যেমন ..... যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি”। কবির গুনাই বলেই তো বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক ডঃ আবদুর রহমান ডোই-এর লেখা “শারিয়া দি ইসলামিক ল” বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় আল্ ফিরার মিন আল্-যাহফ - (জিহাদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন) পর্বে আছেঃ- “ইসলামী আইনের প্রতিটি শাখার আইনবিদের মতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাওয়ার মত মারাত্মক অপরাধের হুদুদ শাস্তি হইল মৃত্যুদণ্ড। আধুনিক সৈন্যদলের নিয়ম কানুনের সহিতও ইহা খাপ খায়”। আইনের ব্যাখ্যায় বলা আছেঃ- “জিহাদ হইতে পলায়নকে শারিয়ায় বড় ধরনের অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়”।

অর্থাৎ আপনাদের কেতাব মোতাবেকই কবির গুনাই করেছেন আপনারা। তবু, হাজার হলেও জান নিয়ে কথা! তাই মৃত্যুদণ্ডের আইনটা আপনার পছন্দ হলনা, তাই না? বেশ, বেশ। এবার তাহলে কোরাণ থেকে কামান দাগাই। সূরা আনফাল-এর ১৫ এবং ১৬ নম্বর আয়াতঃ- “হে ঈমানদারগন, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হইবে, তখন পশ্চাদপসরণ করিবে না। আর যে লোক সেদিন তাহাদের হইতে পশ্চাদপসরণ করিবে, লড়াইয়ের কৌশল-পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত, - অন্যরা আল্লাহ’র গজব সাথে নিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। আর তাহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম”।

হুজুর-এ জামাত! ওপরে কোরাণের “কৌশল-পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট

আশ্রয়” দেখে আপনি নিশ্চয় মনে মনে বলছেন, “উফ! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি বাপ! ভাগ্যিস কোরাণে ওই কথা দু’টো আছে!” আর মুখে বলছেন, “দেখেছ? আমরা তো মা’বুদের নির্দেশেই “কৌশল-পরিবর্তন করে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয়” নিয়েছিলাম একান্তরে”।

না হুজুর! একান্তরের পঁয়দানি খেয়ে যখন আপনারা মধ্যপ্রাচ্যে আর লন্ডনে পালিয়েছিলেন, তখন আপনাদের পেয়ারের চুরানবই হাজার নাপাকি সৈন্যরা তো ভারতে বন্দী! “নিজেদের সৈন্যদের নিকট আশ্রয়” নিতে তো আপনাদের তখন তাদের কাছে যাবার কথা, মধ্যপ্রাচ্যে আর লন্ডনে “নিজেদের সৈন্য” কয়টা আছে হুজুর? আর কৌশল? হ্যাঁ কৌশল তো আপনারা করেছেনই। মুখে “কোরাণ” “কোরাণ” করেন, আর লন্ডনে বসে প্রথমে-ই কোরাণের সুরা হজ্ব আয়াত ৩০ (“তোমরা মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাক”)–কে লংঘন করে নবজাত রক্তস্নাত বাংলাদেশের বুকে ছুরি চালিয়েছেন এই চীৎকার করে যে **“বাংলাদেশে মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে”**। ঘোড়ার ডিম হচ্ছে! আমরা সেখানে ছিলাম, একটা মসজিদও ভাঙ্গা হয়নি, মন্দিরও নয়। বাংলাদেশ তখন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অতুলনীয় উদাহরণ। আজ আপনাদেরই ইসলাম-বিরোধী অপকর্মের ফলে ক্ষণিক পাওয়া সে অমূল্য পরশপাথর আমরা হেলায় হারিয়েছি, কত শতাব্দীর জন্য কে জানে!

পাকিস্তান বাঁচানোর জিহাদ আপনার। কিন্তু বর্তমানে ওই পাকিস্তানেরই নাগরিকত্ব চাপ্তে তুলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নেয়া - এ তো স্রেফ আপনার নিজের জিহাদের প্রতিই আপনার নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা হল হুজুর!

এখন দেখাই ইমাম শাফি’র আইন,- পৃষ্ঠা ৯৬৬, আইন নম্বর- ৩.৫২.১। ইসলাম এবং ইসলামী তাকওয়ার বিরুদ্ধে মোট ৪৪২-টা মহা-অপরাধের তালিকা, তার ৩৭৭ নম্বর মহা-অপরাধ হল -“পিছিয়ে এসে আবার নিজেদেরকে একত্রিত করা, অথবা অন্যদলের (নিজেদের সহযোদ্ধা দল) সাথে যোগ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করা (এ দুটো কারণ) ছাড়া অবিশ্বাসীদের সাথে লড়াই থেকে পালিয়ে যাওয়া”। এর সমর্থন আছে এই আইনেও - ৭১০ পৃষ্ঠার আইন ও-পি-৭৬-০। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন-এর ২য় খন্ড ২৫৯ পৃষ্ঠায়ও উদ্যত-তর্জনী উঁচিয়ে ধরা আছে:- **“যেসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই কবিরী গুনাহ। যেমন (আরও কিছু অপকর্ম..) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি”**। সুতরাং আপনারা আল্লার আইনে মহা-অপরাধী হয়েছেন হুজুর।

হন নি? এ কামানেও কাজ হল না? আচ্ছা, তাহলে এবার স্বয়ং নবীজীর (সঃ) কাছে যাওয়া যাক, উনি নিজে কি বলেছেন দেখা যাক। আপনাদেরই প্রাক্তন আমীর মওলানা আবদুর রহীম বলেছেন “হাদিস সংকলনের ইতিহাস” বইয়ের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় :- **“প্রথম দুইখানি সহিহ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত সমস্ত হাদিসই গ্রহণযোগ্য ....প্রধানতঃ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্তে আর যেসব হাদিসই উত্তীর্ণ ও সহিহ প্রমানিত হইবে তাহা গ্রহণীয়”**। তা বেশ, তা বেশ। সেই গ্রহণযোগ্য বোখারী হাদিসে নবী (দঃ) কি বলেছেন? মোহাম্মদ আবদুল করিম খানের সংকলিত হাফেজ আবদুল জলিলের সম্পাদিত “বাংলায় বোখারী শরীফ হাদীস সমূহ” কেতাবের ৫৮ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর ৬৩:- **“রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সাত প্রকারের ধ্বংসকারী গোনাহ তোমরা পরিহার করিয়া চলিবে। (এর মধ্যে ছয় নম্বর হল) - জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা”**।

কিষ্টিং অসুবিধে বোধ হচ্ছে হুজুর? ভাবছেন শারিয়ার শব্দগুলোর মধ্যে কিছু একটা প্যাঁচ কষে “এর মানে এই আর ওর মানে তাই” করে ফাঁক-ফোকর বের করে সেদিক দিয়ে লম্বা দেবেন? ও পোকাটা

মাথা থেকে বের করে দিন। কারণ আপনাদেরই গুরু মৌদুদী বলেছেন “ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন” বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠায় - “যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, সেখানে কোন মুসলিম নেতা, বা আইনবিদ, অথবা ইসলামী বিশেষজ্ঞ নিজেদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে না, এমনকি সমস্ত দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও ইহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহারও নাই”। একই নির্দেশ আছে বিভিন্ন শারিয়া বইতেও যেমন ডঃ আবদুর রহমান ডোই-এর “১৫০০ হিজরিতে শারিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা”- পৃষ্ঠা ৪৪ এবং “বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন”-এর ৩য় খন্ডের ১১ পৃষ্ঠা।

তা হলে, আল্-কোরানের নির্দেশ দেখা হল, নবী (দঃ)-এর “সুস্পষ্ট নির্দেশ” দেখা হল, শারিয়া-আইন দেখা হল, আপনাদের নিজেদেরই সর্বোচ্চ নেতাদের নির্দেশও দেখা হল। সবগুলো সুত্রই সমন্বরে একই রায় দিচ্ছে, কবিরা গুনাহ! কবিরা গুনাহ!! মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড!! হার্মোনাইজ নয়, একেবারে একই নোটের কঠিন কোরাস। এমন কোরাস কখনো শোননি তুমি, কখনো শোনে নি কেউ।

তাহলে হুজুরে জামাত ! তা হলে জোয়ান হও আশুয়ান হাঁকিছে শারিয়া ওই? বাংলাদেশে শারিয়া-প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপটা আপনাদের ওপর দিয়েই হয়ে যাক? আপনাদের নেতা মৌদুদির নির্দেশ, কোরাণের নির্দেশ, নবী (দঃ)-এর নির্দেশ, ইমাম শাফি’ই-র নির্দেশ এবং আপনাদের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের শাস্তিটা প্রেমিকার বরমাল্যের মতন গলায় পরে ফেলুন তাহলে? তাহলে চর্বি লাগাই ফাঁসীর দড়িতে? কথা দিচ্ছি, শারিয়া-প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যে আপনার এ গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা সোনার অক্ষরে ইতিহাসে লিখে রাখব।

তারপর গন্তব্যস্থান হিসেবে কোরাণের “তাহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম”-এর লকলকে আগুন তো আছেই, একেবারে লাল কার্পেট পেতে জিহ্বা বের করে ভয়ংকর প্রেত-হাস্যে অপেক্ষা করে আছে আপনাদের ও আপনাদের চামচাদের জন্যই।

আতংকে আপনার চর্বিদার ভুঁড়িটা একটু যেন দুলে উঠল হুজুর?

হাসান মাহমুদ

১২ই জুন ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)

(পুনর্লিখিত)